হ্যাপি আখন্দকে নিয়ে স্বরচিত গানঃ
“ও হ্যাপি আখন্দ তুই
এখনও কি গান গেয়ে বেড়াস্?”

না, কফি হাউসের সেই আড্ডাটার মতো অতো বড় কোনো আড্ডা আমাদের বসতো না। শাহাবাগের মোড়ের এক চায়ের দোকানে মাত্র চার-পাঁচজনের সান্ধ্যকালীন আড্ডা ছিল সেটা। সপ্তাহে দু’দিন, কখনোবা তিন দিন। আবার কোনো কোনো সপ্তাহে চারদিনও আড্ডা বসে যেতো। চায়ের টেবিলের সেই আড্ডার মধ্যমণি ছিল হ্যাপি আখন্দ। দারুণ প্রতিভাধর এক কণ্ঠশিল্পী। তবে হ্যাপির কাছে বোধহয় গীটার বাজানোটাই বেশী পছন্দের ব্যাপার ছিল। গীটার বাজানোর জন্যই যেন ওর জন্ম হয়েছিল। দুর্দান্ত হাত। তার বড়ভাই খ্যাতিমান শিল্পী ও প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক লাকী আখন্দও প্রায়ই তা বলতেন।

যাই হোক, চায়ের আড্ডাতে হ্যাপি যে মধ্যমণি, তা সে নিজেও বেশ টের পেতো। কিন্তু তা নিয়ে কখনো তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হামবড়া ভাব ছিল না। আচরণে একেবারেই সাদামাটা একজন মানুষ ছিল হ্যাপি আখন্দ। সে যে এত গুণী পরিবারের একজন সদস্য এবং নিজেও একজন গুণী মানুষ, তা তার মনোভাবে কখনোই প্রকাশ পেতো না।

আমাদের সেই চায়ের আড্ডার টপিক থাকতো গান, গান এবং গান। তবে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করতাম যে, মাঝে মাঝেই হ্যাপি হঠা করে একেবারেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়তো। কারণ জানতে চাইলে কখনোই সে-ব্যাপারে কিছু বলতো না।

মান্না দে’র সেই বিখ্যাত “কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আর নেই” গানটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁদের আড্ডার একজন ছিলেন গিটারিস্ট যীশু’দা, যিনি শেষ পর্যন্ত কবরে আশ্রয় লাভ করেন। আর আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের আড্ডার ‘মধ্যমণি’ হ্যাপি আখন্দই হঠা করে চলে গেল। শুধু চায়ের আড্ডা থেকে নয়, এই পৃথিবী থেকেই কোথায় যেন চলে গেল সে! আজও কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

আজ থেকে ঠিক ২৭ বছর আগের কথা। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৭ হ্যাপির চির-বিদায়ের দিন। তার স্মরণে সম্প্রতি একটা গান বেঁধেছি। এখানে এখন তা সকলের সাথে শেয়ার করছি। সেই সাথে হ্যাপির চলে যাওয়ার কারণে মনে যে ব্যথার জন্ম হয়েছিল, তাও সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করছি। এই গানটির মাধ্যমে আমি আমার মনের ব্যথা যতোটুকু পেরেছি, প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। জানি না, কতটুকু সফল হয়েছি! আমার এই গানের নির্মিতিতে হয়তো অনেক খুঁত রয়ে গেছে, কিন্তু হ্যাপির প্রতি আমাদের যে ভালবাসা, তাতে বিন্দুমাত্র কোনো খাদ নেই। তার চির-বিদায়ে আজও আমরা দারুণভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত!!!

সিডনী.
২৮/১২/২০১৪।

গানটি শোনার জন্য অনুগ্রহ করে নীচে ক্লিক্ করুন। ধন্যবাদ।